253569 - তাওয়াফের শর্ত ও ওয়াজিবসমূহ

প্রশ্ন

তাওয়াফের শর্ত ও ওয়াজিবগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কাবাগৃহের চর্তুদিকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) শুদ্ধ হওয়ার জন্য আলেমগণ কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হচ্ছে:

১। মুসলমান হওয়া। এটি আলেমদের সর্বসম্মত শর্ত। তাই কোন কাফেরের তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কেননা তাওয়াফ একটি ইবাদত। কাফের কর্তৃক সম্পাদিত কোন ইবাদত শুদ্ধ নয় ও কবুলযোগ্য নয়।

২। বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের আলেমদের অভিমত। মালেকি ও শাফেয়ি মাযহাবের আলেমগণ এ শর্ত করেননি। তারা 'বুঝবান বালকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে নিয়ত করলে বালকের তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়া' এর উপর কিয়াস করেছেন।

৩। নিয়ত করা। এটি আলেমদের সর্বসম্মত শর্ত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় সকল আমল নিয়্যত অনুযায়ী মূল্যায়িত হয় এবং মানুষ যা নিয়্যত করে সে তা-ই পায়"[সহিহ বুখারী (১) ও সহিহ মুসলিম(১৯০৭)]

৪। সতর ঢাকা থাকা। কেউ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করে তাহলে তার তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন: "এ বছরের পর (অর্থাৎ নবম হিজরির পর) কোন মুশরিক হজ্জে আসবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করবে না।"[সহিহ বুখারী (৩৬৯) ও সহিহ মুসলিম (১৩৪৭)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: যদি কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করে তাহলে তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কেননা তা করা নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদের অনুমোদন নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত।"[আল-শারহুল মুমতি' (৭/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

৫। লঘু অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া। ইতিপূর্বে 34695 নং প্রশ্নোত্তরে এ শর্তের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬। জমহুর আলমেদরে মতে, পোশাক ও শরীর নাপাকি থকেে পবত্রি হওয়া। এ সংক্রান্ত আলমেদরে মতভদে, ইতপিূর্বে 136742 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচেনা করা হয়ছে।ে

৭। পরপিূর্ণ সাত চক্কর তাওয়াফ করা। সাত চক্কররে চয়েে এক কদমও কম হলে তাওয়াফ পরপিূর্ণ হবে না। ইমাম নববী বলনে: তাওয়াফরে শর্ত হচ্ছ,ে সাত চক্কর হওয়া। প্রত্যকেবার হাজারে আসওয়াদ থকেে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ শষে করব।ে যদি সাত চক্কররে চয়েে এক কদমও কম হয় তাহলে তার তাওয়াফ ধর্তব্য হবে না। চাই সে ব্যক্তি মক্কাতে অবস্থান করুক কংিবা মক্কা থকেে বরে হয়ে তার নজি দশেে ফরিে আসুক। দম বা পশু জবাই করে কংিবা অন্য কোন আমলরে মাধ্যমে তাওয়াফরে ঘাটতকিে পূরণ করা সম্ভবপর নয়।[আল-মাজউ (৮/২১)]

৮। বায়তুল্লাহ্কে বাম দকিে রখেে তাওয়াফ করা। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ্কে বামে রখেে তাওয়াফ করছেনে এবং তনিি বলছেনে "তোমরা আমার কাছ থকেে হজ্জরে কার্যাবলি শখিে নাও।"[সহহি মুসলমি (১২৯৭) এ জাবরি (রাঃ) এর হাদসি]

৯। বায়তুল্লাহ্র সম্পূর্ণ অংশকে ঘরিে তাওয়াফ করা। সুতরাং কউে যদি দূরত্ব কমানোর জন্য হাতীম বা হজির (কাবার ভটিার অংশ) এর ভতের দয়িে তাওয়াফ করে তার তাওয়াফ সহহি নয়। আরও জানতে দখেুন: 46597 নং প্রশ্নোত্তর।

১০। হাঁটতে সক্ষম হলে হটেঁে হটেঁে তাওয়াফ করা: এটি শাফয়েি মাযহাবরে আলমেগণ ছাড়া জমহুর আলমেরে অভমিত।

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"আমার কাছে যা পরস্কিার হয়ছেে য,ে তাওয়াফকালে আরোহণ করা জায়যে নয়। সটো উটরে পঠিে হোক কংিবা কাঁধরে উপর হোক কংিবা হুইল চয়োরে হোক; একান্ত প্রয়োজনরে মুখাপক্ষেী ব্যক্তি ছাড়া।

প্রয়োজন: যমেন- অসুস্থতা, বার্ধক্য, তীব্র ভীড়; যা সওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কনেনা কছিু কছিু মানুষ ভড়ি সহ্য করতে পার;ে আর কছিু কছিু মানুষ ভীড় সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ যদি কোন ওজররে কারণে হয় তাহলে (আরোহন) জায়যে হব;ে যদি কোন ওজররে কারণে না হয় তাহলে জায়যে হবে না।[শারহু কতিাবলি হাজ্জ মনি সাহহিলি বুখারী (১/৮৩)]

১১। চক্করগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করা: ইতপিূর্বে 219227 নং প্রশ্নোত্তরে এ বষিয়ে বস্তিারতি আলোচেনা করা হয়ছে।ে

১২। মসজদিে হারামরে ভতের দয়িে তাওয়াফ করা: কনেনা তাওয়াফরে ক্ষত্রেে ফরয হচ্ছে বায়তুল্লাহ্কে তাওয়াফ করা। যদি কউে মসজদিে হারামরে বাহরিে দয়িে তাওয়াফ করে তাহলে সে মসজদিকে তাওয়াফ করল; বায়তুল্লাহ্কে নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

আলমেগণ বলনে: তাওয়াফ সহহি হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মসজদি হারামরে ভতেরে হওয়া। মসজদিরে বাহরি দয়িে তাওয়াফ করে তাহলে আদায় হবে না। এজন্য কউে যদি মসজদি হারামরে বাহরি দয়িে তাওয়াফ করতে চায় তাহলে সটো জায়যে হবে না। কনেনা সক্ষেত্রে সে মসজদিকে তাওয়াফকারী হবে; কাবাকে নয়। আর যারা মসজদিরে ভতেরে উপরে কংিবা নীচে দয়িে তাওয়াফ করনে তাদরে তাওয়াফ জায়যে হবে। তবে, সাফা-মারওয়া দয়িে কংিবা সাফা-মারওয়ার উপর দয়িে তাওয়াফ করা থকেে সাবধান। কনেনা সাফা-মারওয়া মসজদিরে অংশ নয়।[তাফসরিু সুরাতলি বাক্বারা, (২/৪৯)]

১৩। হাজারে আসওয়াদ থকেে তাওয়াফ শুরু করা। কউে যদি কাবার ফটক থকেে তাওয়াফ শুরু করে তাহলে তার তাওয়াফ অপূর্ণ ও অশুদ্ধ হবে।

শাইখ উছাইমীন বলনে:

কছিু কছিু লোক কাবার ফটক থকেে তাওয়াফ শুরু করনে; হাজারে আসওয়াদ থকেে নয়। যে ব্যক্তি কাবার ফটক থকেে তাওয়াফ শুরু করবে এবং এর উপর ভত্তিি করে তাওয়াফ শষে করবে তার তাওয়াফ পরপিূর্ণ হবে না। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "এবং তাওয়াফকরে প্রাচীন গৃহরে"[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ২৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজারে আসওয়াদ থকেে তাঁর তাওয়াফ শুরু করছেনে এবং মানুষকে বলছেনে: "তোমরা আমার কাছ থকেে হজ্জরে কার্যাবলি গ্রহণ কর।" তাই যে ব্যক্তি কাবাগৃহরে ফটকরে নকিট থকেে কংিবা হাজারে আসওয়াদরে সমান্তরালরে সামান্য কছিু পর থকেে তাওয়াফ শুরু করে সক্ষেত্রে তার এ চক্করটি বাতলি। কনেনা সে ব্যক্তি পরপিূর্ণ চক্কর পালন করনে।ি তার কর্তব্য হবে নকিটবর্তী সময়রে মধ্যে স্মরণ হলে এর পরবির্তে অন্য একটি চক্কর আদায় করা। আর যদি নকিটবর্তী সময়রে মধ্যে স্মরণে না পড়ে তাহলে সম্পূর্ণ তাওয়াফ নতুনভাবে পালন করা।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/৪০৪)]

এই হচ্ছে তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি।ি

আর তাওয়াফরে ওয়াজবিসমূহ হচ্ছে:

কোন কোন আলমেরে মত,ে তাওয়াফরে দুই রাকাত নামায ওয়াজবি। তবে, সঠকি মতানুযায়ী, এ দুই রাকাত নামায সুন্নত। এটি ইমাম শাফয়েি ও ইমাম আহমাদরে মাযহাব।

শাইখ বনি বায (রহঃ) তাওয়াফরে দুই রাকাত নামায সম্পর্কে বলনে: "মাকামে ইব্রাহমিরে পছেনে হওয়া আবশ্যক নয়। মসজদি হারামরে যে কোন স্থানে পড়লওে আদায় হবে। আর কউে এ নামায পড়তে ভুলে গলেওে অসুবধিা নইে। কনেনা এটি সুন্নত নামায; ওয়াজবি নয়।"।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইক বনি বায, (১৭/২২৮)]

আলমেগণ এ ছাড়া আরও যসেব ওয়াজবি উল্লখে করে থাকনে সগেুলো পূর্বোল্লখেতি শর্তাবলরি অন্তর্ভুক্ত। তবে, কোন কোন আলমে এগুলোকে ওয়াজবি হসিবেে উল্লখে করনে; শর্ত হসিবেে নয়।

দখেুন: ড. আব্দুল্লাহ্ আল-যাহমি এর ‘শুরুতুত তাওয়াফ’ (তাওয়াফরে শর্তাবলী) শীর্ষক গবষেণা; যে গবষেণাটি ‘আল-বুহুছ আল-ইসলামিয়্যিা’ নামক গবষেণা পত্রকিার ৫৩তম সংখ্যায় প্রকাশতি হয়ছে এবং তাঁর আরও একটি গবষেণা ‘ওয়াজবিাতুত তাওয়াফ’; যা প্রাগুক্ত গবষেণা পত্রকিার ৫৮তম সংখ্যায় প্রকাশতি হয়ছে।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।